১৮/৭/২০০৭

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ......

ঢাকা ভার্সিটির হলগুলো থেকে অস্ত্র উদ্ধারে যে কোন মুহূর্তে সেনা-পুলিশ যৌথ অভিযান

মুহাম্মদ যাকারিয়া ॥ যে কোন মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে সেনাবাহিনী ও পুলিশ অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে যৌথ তল্লাশি অভিযান চালাবে। সংশ্লিষ্ট বিশ্বস্ত সূত্র থেকে এ আভাস পাওয়া গেছে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে ছাত্রদলকে মোকাবিলা করে নিজেদের দখলদারিত্ব বজায় রাখতে ছাত্রলীগ গত ক'দিনে হলে হলে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও গোলাবারুদের মজুদ গড়ে তোলে। এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ ও ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল সকল ছাত্র সংগঠনের (ছাত্রলীগ ছাড়া) পক্ষ থেকে জোর দাবী উঠেছে– "বিভিন্ন হলে পুলিশের তল্লাশি অভিযানের মাধ্যমে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে বৈধ সাধারণ ছাত্রদের নিজ নিজ হলে অবস্থানের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।" এর আগে ১৯৯৬ সালে কেয়ারটেকার সরকার ক্ষমতা

৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

ঢাকা ভার্সিটির হলগুলো থেকে অস্ত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গ্রহণের পরপরই সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে অস্ত্র উদ্ধারে তল্লাশি চালিয়েছিল। এদিকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়ায় এবং পুলিশী অভিযানের আশংকায় বিভিন্ন হলে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

পুলিশের দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানায়, কেয়ারটেকার সরকারের আমলে ক্যাম্পাসে সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়ানো এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার স্বার্থে শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হলে সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথ তল্লাশি চালাবে। অভিযান সফল করতে পুলিশ, ডিবি ও এসবি ইতোমধ্যে বিভিন্ন হলে মজুদকৃত অস্ত্র ও চিহ্নিত ক্যাডারদের তালিকা প্রস্তুত করেছে। তবে তল্লাশি অভিযানের কার্যকারিতার স্বার্থে এসব তথ্য গোপন রাখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্র জানায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শীর্ষ ক্যাডারের সাথে পুলিশের কতিপয় কর্মকর্তার রয়েছে দারুণ সখ্যতা। এজন্য আগেভাগে তল্লাশি অভিযানের সংবাদ যাতে ফাঁস হয়ে না যায় সেজন্য এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে। এ ছাড়া পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে এখনও যথেষ্ট সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকায় সেনাবাহিনীর সদস্যরাও অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে অংশ নিবে বলে সূত্র জানায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ কর্মকর্তা জানান, হল তল্লাশিতে সবচে' বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন ভিসি প্রফেসর আজাদ চৌধুরী।

এদিকে ক্যাম্পাস থেকে ও হলগুলোতে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার অভিযানের বিষয়টি বর্তমানে একটি ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫৭ জন শিক্ষক গত সোমবার এক বিবৃতিতে কেয়ারটেকার সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন, ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও বৈধ ছাত্রদের নিজ নিজ হলে অবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যাতে অতিসত্বর পুলিশের তল্লাশি অভিযান চালান হয়। এছাড়া জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়নও এ দাবীর পক্ষে ক্যাম্পাসে পৃথক পৃথকভাবে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনও তল্লাশির ব্যাপারে নীরব রয়েছে। গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির এক সভায় হল প্রভোস্টগণ তল্লাশি অভিযানের ব্যাপারে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নেন।

এদিকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে বিদায় গ্রহণের পর ক্যাম্পাসের পট দ্রুত পরিবর্তন হওয়ার আশঙ্কায় এবং ছাত্রলীগের প্রভাব-প্রতিপত্তি কমে যাওয়ায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মনোবল দিনে দিনে দুর্বল হয়ে পড়ছে। ক্যাডারদের মাঝে ছাত্রদল ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় ছাত্রলীগের অনেক নেতা এখন হল ত্যাগ করে বাসায় উঠেছেন। আতঙ্কিত ক্যাডাররা হল পাহারা দেয়ার সুবিধার্থে আশপাশের সকল গাছ কেটে ফেলেছে। হল গেট মজবুত করা হয়েছে। বৈদ্যুতিক বাল্বে আলোয় হল এলাকা জ্বলজ্বল করে। দুর্বলমনা অনেক কর্মী অবস্থা বেগতিক দেখলে ঘোষণা দিয়ে দলত্যাগ করতে পারে বলে জানা গেছে। হলগুলোতে মজুদকৃত অস্ত্রের সংখ্যাধিক্যও ছাত্রলীগ ক্যাডারদের বিপাকে ফেলেছে। সকলের মনে সার্বক্ষণিক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে– কখন পুলিশ হানা দিয়ে অস্ত্র নিয়ে যায়। এ অবস্থায় দলীয় ক্যাডারদের মনোবল চাঙ্গা রাখতে ছাত্রলীগের হাই কমান্ড চাহিদামত অর্থ ও বাড়তি অস্ত্র প্রতিনিয়ত সরবরাহ করছে।

ছাত্রলীগের ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে জানা গেছে, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি হলে প্রায় শতাধিক অস্ত্র মজুদ রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী আছে মুহসীন হলে। এ হলটিতে ২টি এসএমজি, ৪টি শটগানসহ ২০টি অস্ত্র রয়েছে। এ হলের ছাত্রলীগ সভাপতি শফিক ৮টি শটগান কিনে সূর্যসেন, এফ রহমান, জিয়া ও মুজিব হলে সরবরাহ করেন। সূর্যসেন হলে ১টি স্টেনগান, ২টি শটগান, ২টি বন্দুকসহ ১০/১২টি অস্ত্র আছে। জিয়া হলে ১টি শটগান, ১টি কাটা রাইফেল, ১টি বন্দুক ও ১টি ওয়ান শূটারসহ ১০টি অস্ত্র এবং মুজিব হলে ১টি শটগান, ১টি বন্দুক, ২টি কাটা রাইফেল, ২টি নাইন এমএমসহ ১০/১২টি অস্ত্র আছে। এসএম হলে ১টি এসএমজি, ২টি কাটা রাইফেল ও ২টি বন্দুকসহ আরও ৫/৬টি পিস্তল মজুদ আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে অস্ত্রের মজুদ সম্পর্কে জানতে চাইলে ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক একেএম আজিম বলেন, 'অস্ত্রধারীদের কোন দল নেই। অস্ত্র ও সন্ত্রাস ছাত্র রাজনীতিকে কলুষিত করে। ছাত্রলীগ ছাত্র রাজনীতির সুস্থ ধারাকে বজায় রেখে সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন উপহার দিয়েছে। আমার জানা মতে, ছাত্রলীগের কোন নেতাকর্মীর হাতে অস্ত্র নেই।'